এভারসাইন ফিল্মস
লিমিটেডের
প্রথম নিবেদন

সুনন্দার বিয়ে

কূলহারা কুমারীর করুণ জীবন-চিত্র

23-11-51

এভারশাইন ফিল্মস্ লিমিটেডের নিবেদন

সুনন্দার বিয়ে

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুধীর সরকার

সঙ্গীত পরিচালনা : সুধীরলাল চক্রবর্তী

সহযোগিতা : শৈলেশ রায়

গীতরচনা —সুধীর সরকার, পবিত্র মিত্র

আবহ-সঙ্গীত —সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা

নৃত্য-পরিচালনা—পিটার গোমেশ

ব্যবস্থাপনা —নরেশ বসু, নিখিল বসু, বিশ্বনাথ দাশ

সম্পাদনা —সুকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেশ তালুকদার, সুনীত সাহা

রূপসজ্জা —সুধীর দত্ত, সুরেশ রায়

সাজসজ্জা —সন্তোষ নাথ

শিল্প-নির্দেশনা—মদন গুপ্ত, সুরজিৎ সাহা, খগেন দত্ত

চিত্রগ্রহণ —দিব্যেন্দু ঘোষ, বীরেন কুশারী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন কুমার ঘোষ

শব্দগ্রহণ —পরিতোষ বসু, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ঘোষ, সমেন চট্টোপাধ্যায়

আলোক-সম্পাত—বিমল দাশ, রবীন দাশ, লক্ষ্মীনারায়ণ, ইন্দ্রমণি, হরিসিং

কারুশিল্প —সুশীল মিস্ত্রি

চিত্র-পরিস্ফুটনা—জগবন্ধু বোস, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বসু, নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্থিরচিত্রশিল্প —সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

—ইষ্টার্ণ টকিজ্ ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ—

—: রূপায়ণে :—

ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্তা, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সমর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি, বেচু সিংহ, রাজলক্ষ্মী (বড়), চন্দ্রলেখা, মঞ্জুশ্রী, বুলবুল, প্রেমতোষ, সীমা, গীতা, ললিত এবং আরো অনেকে।

কাহিনী

সামান্য একটু বোঝার ভুলেই মানুষের জীবন একটা ভুলের বোঝা হয়ে পড়ে।

ঠিক এমনি-ই হয়েছিল সুনন্দার জীবনে! গ্রাম থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর সুনন্দা এলো ক'লকাতায় উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে। অচেনা শহর ক'লকাতা—নেই কোনও আত্মীয়, কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই আশ্রয় নিতে হ'লো স্বর্গত পিতার ধনী বন্ধু-পুত্র দেবনাথের গৃহে পঁচিশ বছরের হারিয়ে-যাওয়া পরিচয়ের সূত্র ধ'রে।

দেবনাথের অন্তরংগ বন্ধু কমলেশ—শিক্ষিত বেকার যুবক। ষ্টেশনে সুনন্দাকে আনতে গিয়ে প্রথম দর্শনেই সে চঞ্চল হয়ে পড়লো। মায়ের একমাত্র দুলালী সুনন্দা—তা'র পণ আত্মপ্রতিষ্ঠা—তাই তা'র মধ্যে কমলেশ কোনও সাড়া জাগাতে পারলো না! বরং অচঞ্চল দেবনাথ সুনন্দার সারা মন জুড়ে বসলো সবার অলক্ষ্যে।

বিধি বাম—তাই ব্যর্থ হ'ল কমলেশের বিবাহ-প্রস্তাব আর সুনন্দার জীবনেও এলো ঝড় যা' সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সুনন্দা হারিয়ে গেল দূরে—অনেক দূরে—দেবনাথের নাগালের বাইরে।.....

তবে কী সুনন্দার স্বপ্ন বিফল হ'বে? দেবনাথের দৃষ্টিতে কী সে ধরা দেবে না? সুনন্দা যে ভুল বুঝে দূরে চলে গেল সে ভুল কী দেবনাথের জীবনে বোঝা হয়েই থাকবে?.....

এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন "সুনন্দার বিয়ে"তে।

ঃ সংগীত ঃ

(১)

সখী :

ভুল নয়, ফুল এ যে ফুটলো—
ফুলবনে নয় শুধু, মনোবনে ফুটলো।
রঙের আভা দেহে লাগলো—
গন্ধ বুকে তার জাগলো,
মধু-লোভে কেন অলি
নাহি আজি জুটলো ?

সুনন্দা :

হয়নি সময়, আজো হয়নি—
ফুলের খবর অলি পায় নি ;
গুনগুন্ গান সে তো গায় নি—
গন্ধ ফুলের সেথা যায়-নি।

সখী :

গোপন কথাটি তোরে কই,
লুকানো থাকে না কিছু সই।
পাপড়ি ফুলের যদি খুললো—
ভ্রমর এলো ওই, মধু বুঝি লুটলো।

—সুধীর সরকার

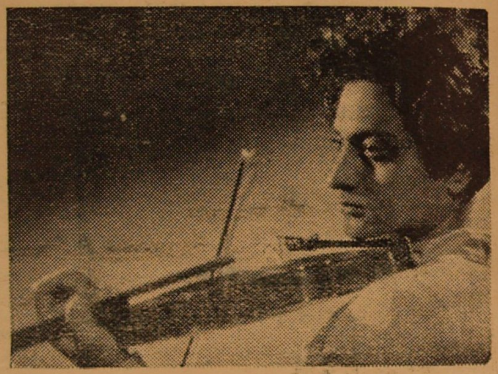

(২)

দেবনাথ :

বেদনার ভৈরবী গাহে গান শুনিস্ কি রে ?
জীবনের আঁধার-কালো সাগর-তীরে।
নীলজল সাগরের ছলছল বয়ে যায়,
অশান্ত কাঁদনে অসীমে-ই মিশে যায় ;—
সেথা স্বপন দেখে আলো-ভরা
কোন্ রবি রে !
বুকের অতলে কাঁদে করুণ এ সুর,
পায় না ভাষা—
আশা-নদী বারবার মরু-কিনারায়
পায় নিরাশা।
যাহা আছে, যাহা নাই তাই নিয়ে মেঘ—
দিন হয় অবসান নিশি হয় ভোর।
তবে কেন এ দোলা, ঢেউ কেন কাঁদে সমীরে ?

—সুধীর সরকার

(৩)

সুনন্দা :

বন-জ্যোছনায় গো বন-জ্যোছনায়,
তোমার' স্বপ্ন আসে মোর ভাবনায় গো,
মোর ভাবনায়।

আকাশের নীলিমায়,
তব নীল আঁখি চায়—
মন মোর কাঁদে হায়
বন্ধুর কামনায়।

সাগরের ঢেউয়ে দেখি অন্তর-দোলা গো
তব অভিমান—
ঝর-ঝর বর্ষণে শুনি তব গান গো
ব্যথা-ভরা গান।

তপনের উদয়ে,
তুমি এস গো হৃদয়ে—
সূর্যের বিদায়ে
মন কাঁদে বেদনায়
তোমারি বেদনায়।
বন-জ্যোছনায় গো বন-জ্যোছনায়।

—সুধীর সরকার

(৪)

দেবনাথ ও সুনন্দা :

ভুলে যাও যদি,
সেই ভয়ে কাঁদি—
তাই বুঝি ভালো লাগে ;
এ লতার ফুল যদি তুলে নাও,
তাই বুঝি ফুল জাগে।
একটু পরশ যদি তুমি দাও,
চাঁদ-জাগা রাতে দু'টি কথা কও,—
সেই লাজে মরি, তবু কাছে ফিরি
লজ্জিত অনুরাগে—
তাই বুঝি ভালো লাগে।

দিবস-রাতির স্বপ্ন আমার
তোমারে ঘিরিয়া প্রিয় ;
ব্যথা যদি পাও, নাহি চাও মোরে
স্বপন ভাঙিয়া দিও।
আঁধার-নিশীথে চলে যাবো দূরে—
উদাসী বাতাস ডাকে এ কি সুরে ?
সব-হারা রাতে তোমার স্মৃতিটি
শুক তারা সম জাগে।
তাই বুঝি ভালো লাগে।

—সুধীর সরকার

নর্ত্তকী :

মেরি জাওয়ানী দিওয়ানী রং বাহার হ্যায়,
দেখো ময়খানেমে ভি আই বাহার হ্যায়;
যৌবন্ কী মিঠি পেয়ালি বিক্‌তি বাজার হ্যায়।
করলে মাতোয়ালে হো সজন্ হো,
সওদা করলে—
লুটলে লুটলে পেয়ারে, মধু লুটলে।
হ্যায় ফুলোপর ভোঁওরা বন্‌কর মধু লুটলে।

ফুঁলো কি লালী পিয়া নেহি রহনেওয়ালী,
হায় ক্যায়া শোচে, আ যা বেদর্‌দী মালী;
হল্‌কে জাওয়ানী মিঠি রসভরি পেয়ালি,—
ভরলে পেয়ালা, দিল্‌কা পেয়ালা
পেয়ারসে ভরলে;
লুটলে লুটলে পেয়ারে, মধু লুটলে।

—সুধীর সরকার

বাঈজী :

উহুঁ উটনী আমি, তুমি সুদূরের চাঁদ,
তোমারে যে ভালবাসি, সে কী মোর অপরাধ?
আমি যত ডাকি ওগো শত বাহু বাড়ায়ে,
তুমি শুধু দূরে যাও প্রিয়, একি অভিমান!
তব লাগি আশা লয়ে পথ চেয়ে রইগো,
হায় কাঁদে মোর প্রাণ গো, কাঁদে মোর প্রাণ।

আমার মনের কাননে শত ফুল জেগে রয়,
উদাসী বাতাস তুমি জান না সে পরিচয়।
ভুলে যদি চলে যাবে ফুলে দোলা দাও গো,
কেন ফুলে দোলা দাও?
বেদনারি স্মৃতিখানি কেন রেখে যাও গো,
হায়, একি তব দান গো,
একি তব দান!

—পবিত্র মিত্র

'সুনন্দার বিয়ে'তে

উপদেষ্টা পরিষদ : প্রফুল্ল কুমার বসু,
শ্যামলাল সাহা,
সুনীল রঞ্জন সেন,
ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু।

সহকারী : সুধীর মজুমদার,
পীযূষ ভৌমিক।

সর্ব্বকর্মাধ্যক্ষ : অমূল্য চন্দ্র বসু
ও গিরিধারী পোদ্দার।

প্রচার-নির্দ্দেশক : হরিপদ চৌধুরী

সহযোগী : রমেন মৈত্র,
হরিহর দে।

কণ্ঠযোজনা : সুপ্রীতি ঘোষ,
গায়ত্রী বোস,
প্রতিমা ব্যানার্জি,
শ্যামল মিত্র।

পরিবেশক : এস, ডি, পিকচার্স

১২৭ বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৪; এভারশাইন ফিল্মস্ লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রচার-নির্দ্দেশক শ্রীহরিপদ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত—দীপালী প্রেস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

এভারশাইন ফিল্মস্
লিমিটেডের
পরবর্ত্তী আকর্ষণ ঃ—

অশরীরী

(দো-ভাষী চিত্র)

—স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের অবসান ঘট্‌লো
স্বামী-সন্দর্শনে—

চাঁদনী-চক্

(হিন্দি কথা-চিত্র)

শিল্পীর জীবনে যে জুগিয়েছিল প্রেরণা ও
উৎসাহ তাকেই হত্যা করে শিল্পী
গড়্‌তে চাইলো তার অমর সৃষ্টি.....